জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – ডিসেম্বর ২০০৯/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* আরো প্রয়োজনীয় উপকরণ ইসরায়েল গাজায় প্রবেশের অনুমতি দেবে বলে জাতিসংঘ মহাসচিবের আশা প্রকাশ
* ইউনিসেফ প্রধান পদত্যাগের ঘোষনা দেবার পর বান তার অবদানের প্রশংসা করলেন
* ইউএনডিপি প্রধান বিদায়ী দারিদ্র-বিমোচন লক্ষ্য অর্জন আন্দোলন প্রধানের অবদানের প্রসংশা করলেন
* আগামী বছরের মেক্সিকো সম্মেলনে জলবায়ু চুক্তি সম্পাদিত হবে বলে সাধারণ পরিষদ সভাপতির আশা প্রকাশ

২৪ ডিসেম্বর– গতবছর সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য জাতিসংঘের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েল গাজায় কাঁচ প্রবেশের অনুমতিদানের পর মহাসচিব বান কি মুন আশা প্রকাশ করেন এর মাধ্যমে অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী গাজায় প্রবেশের পথ প্রশস্ত হবে।

গাজায় তৎপর জঙ্গিদের রকেট হামলা বন্ধের উদ্দেশ্যে ইসরায়েলের পরিচালিত তিন সপ্তাহব্যাপী সামরিক অভিযানের পর প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

‘অপারেশন কাস্ট লিড’ নামক এ অভিযানে ১৪০০-এর বেশি মানুষ নিহত এবং ৫,০০০ মানুষ আহত হয়। এতে ঘরবাড়ি,স্কুল,হাসপাতাল এবং বাজারঘাটও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

গতকালই জাতিসংঘের একজন স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এক বিবৃতিতে বলেন ভারী বোমা ও গোলাগুলির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী গাজায় প্রবেশ করতে পারছে না।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভুখন্ড বিষয়ক বিশেষ রেপোর্টিয়ার রিডার্ড ফকও বিদ্যুত এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার জন্য ইসরাইলি অবরোধকেই দায়ী করেন। ইসরায়েল গাজায় প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না।

জাতিসংঘের মুখপাত্র মার্টিন নেসারকি সাংবাদিকদের আজ বলেন জাতিসংঘ মহাসচিব আশা করছেন গাজায় কাঁচ প্রবেশের অনুমতিদানের সিদ্ধান্ত পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আরো সামগ্রী আমদানির পথকেও সুগম করবে।

গতমাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বান কি মুন জোর দিয়ে বলেন অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী প্রবেশে বাধানিষেধ গাজার অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক,সাংস্কৃতিক এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকেও মারাত্বকভাবে বিঘ্নিত করেছে।

জাতিসংঘের এক স্বাধীন তদন্ত মিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ইসরাইলি বাহিনী ও ফিলিস্তিনি জঙ্গি উভয়ই ‘অপারেশন কাস্ট লিড’ চলাকালে গুরুত্বর মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী। জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের একজন প্রাক্তন বিচারপতি – বিচারপতি রিচার্ড গোল্ডস্টোন এ তদন্ত পরিচালনা করেন। জেনেভাভিত্তিক জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের অনুরোধে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। গতমাসে সাধারণ পরিষদ এই তদন্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুমোদন করে।

ইউনিসেফ প্রধান পদত্যাগের ঘোষনা দেবার পর বান তার অবদানের প্রশংসা করলেন

২৩ ডিসেম্বর– জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আজ জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউএনআইসিইএফ) নিবার্হী পরিচালক অ্যান ভেনেম্যানের কাজের প্রশংসা করেন। অ্যান ঘোষনা করেন দ্বিতীয় মেয়াদে পাঁচ বছরের জন্য জাতিসংঘ সংস্থার শীর্ষ পদে থাকার জন্য তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বান কি মুন বলেন মিজ ভ্যানেম্যান আগামী বসন্তে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হবার জন্য পরিকল্পনা করছেন না জানতে পেরে বান কি মুন অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন কৃষি সচিব মিজ ভেনেম্যান,যিনি ২০০৫ সালের মে মাস থেকে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন "এমন এক সংস্থা রেখে যাচ্ছেন যা অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে শিশুদের একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ"।

বান কি মুন বলেন গভীরভাবে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে কাজ করে তিনি তার মেয়াদ পুর্ণ করেন। সারা বিশ্বের শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য তার অসামান্য কর্মশক্তি ও দৃঢ় অঙ্গীকার দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।
তিনি আরো বলেন তার নেতৃত্বাধীনে শিশুদের পূর্ণ বিকাশে তাদের সাহায্য করতে এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, সঠিক স্বাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে শিশুদের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনতে সহযোগিতা জোরদারে আন্তজার্তিক পদক্ষেপ গ্রহণে ইউনিসেফ এক গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

বান কি মুন আরো বলেন, তিনি জাতিসংঘের সংহতির পক্ষে কাজ করেন এবং তিনি শিশু পক্ষে ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জোরালো সমর্থক ছিলেন। এখানে তিনি আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যকে বুঝিয়েছেন যথা দারিদ্র বিমোচন এবং ক্ষুধা দুর করা, মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পরিবেশের টেকসইয়ত্ব জোরদার- যা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করার বিষয়ে একমত হয়েছে।

আগামী বছরের মেক্সিকো সম্মেলনে জলবায়ু চুক্তি সম্পাদিত হবে বলে সাধারণ পরিষদ সভাপতির আশা প্রকাশ

২২ ডিসেম্বর– যদিও অধিকাংশ দেশই এ মাসে কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের ফলাফলের বিষয়ে সন্তুষ্ট নয় , তবে ' এ বিশ্বকে রক্ষার' জন্য একটি বাধ্যবাধকতামুলক চুক্তি প্রনয়নের পথে 'প্রকৃতপক্ষেই উলে-খযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে'। সাধারণ পরিষদ সভাপতি আলী ট্রেকি আজ একথা জানান। আগামী বছর ম্যাক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জাতিসংঘ সম্ভাব্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে।

নিউ ইয়র্কে বর্ষ সমাপনী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, অভিযোগ রয়েছে যে কিছু দেশকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি, অন্যরা বলে এটি গণতান্ত্রিক ছিলনা, অন্যান্য কিছু গোষ্ঠী মনে করছেন বিষয়টি জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং তারা দাবি করে যে এই সমস্যাটি আবারও জাতিসংঘের নিজের আওতার মধ্যে আনা উচিত"। এ সম্মেলনে রাষ্ট্র বিশেষের জন্য গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন ক্ষেত্রে কোন মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী সীমারেখা বেঁধে দেয়া হয়নি।

তিনি বলেন, কিন্তু আমি মনে করি আমাদের বাস্তববাদী হওয়া উচিত, এখানে প্রকৃতপক্ষেই কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন একটি বাধ্যবাধকতামুলক চুক্তি সম্পাদন হবে এটি তিনি প্রত্যাশা করেননি। তিনি বলেন, আমি মনে করি কোন ঐক্যমতে পৌঁছানো প্রকৃতপক্ষেই একটি উলে-খযোগ্য অগ্রগতি এবং আমাদেরকে তা ফলোআপ করতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে জাতিসংঘের অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে এবং আমরা অবশ্যই এ বিষয়ে নেতৃত্বদান অব্যাহত রাখব এবং মেক্সিকোর সম্মেলনের আয়োজন করব। কোপেন হেগেনে আমরা যা শুরু করেছি অবশ্যই আমরা তা সুসম্পন্ন করব। তবে এটা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এ সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং এ পৃথিবীকে বাঁচাতে ও একটি বাধ্যবাধকতামুলক চুক্তিতে উপনীত হতে তাদেরকে যা করতে হবে তারা তা করছে প্রস্তুত রয়েছে।

কয়েকদশক আগে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এ পরিষদ যখন সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয় তখনকার বিশ্ব আজকের এ বিশ্বের মত ছিল না। তাই বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণের বিষয়ে বছরজুড়ে যে বিতর্ক চলছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ড.ট্রেকি জোর দিয়ে বলেন, সবাই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত। এখানে তিনি ১৯২ সদস্যবিশিষ্ট সাধারণ পরিষদে নব জীবন সঞ্চারের জন্য তার আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করে বলেন জাতিসংঘে, বিশেষত সাধারণ পরিষদে আমাদের সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমানে কেবল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলোর বাধ্যবাধ্যকতা রয়েছে।

তিনি সংস্কারের বিষয়ে যে বিভিন্ন মত রয়েছে তার উলে-খ করে বলেন " কেউ নতুন সদস্য নিয়ে, কেউবা স্থায়ী সদস্য দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের আয়তন বড় করতে চায়। কেউ বলে তাদের ভেটো ক্ষমতা থাকবে আবার কেউ বলে ভেটো ক্ষমতা থাকবে না।" স্থায়ী সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করা থেকে আফ্রিকা মহাদেশ বঞ্চিত হচ্ছে আফ্রিকার এ অভিযোগের কথাও তিনি গুরুত্ব সহকারে উলে-খ করেন।

তিনি বলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই এ বিষয়ে একমত যে আফ্রিকার অবস্থানের সংশোধন হওয়া প্রয়োজন এবং আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শাসনামলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ড. ট্রেকি সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদের উদ্বোধনী সম্মেলনে নতুন মার্কিন নেতার প্রদত্ত ভাষনের কথা উলে-খ করেন যেখানে তিনি জাতিসংঘের সাথে আরো বেশি বেশি করে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ও কংগ্রেসের সদস্যদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং তারা তাকে জাতিসংঘের প্রতি তাদের সমর্থনের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছে।

তিনি আরো বলেন আমাদের বিশেষত কংগ্রেসের সদস্যদের সাথে আরো বেশি আলাপ-আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন জাতিসংঘ দুতদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি কংগ্রেস সদস্যদের কয়েকজনকে নিউ ইয়র্কে আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন তারা তাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে যে তারা বিশ্বাস করে বিশ্ব সমস্যাগুলোর মোকাবেলায় জাতিসংঘের মাধ্যমে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

ইউএনডিপি প্রধান বিদায়ী দারিদ্র-বিমোচন লক্ষ্য অর্জন আন্দোলন প্রধানের অবদানের প্রসংশা করলেন

২১ ডিসেম্বর- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচির(ইউএনডিপি) প্রধান আজ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জন আন্দোলনের বিদায়ী প্রধানের কর্মপ্রচেষ্টার ভূষয়ী প্রশংসা করেন। বেসরকারি সংস্থা(এনজিও) অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের শীর্ষ পদে যোগদানের জন্য তিনি তার এ পদ ত্যাগের ঘোষনা দেন।

সলিল শেঠি জাতিসংঘ সহস্রাব্দ আন্দোলনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই আন্দোলন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের পক্ষে সমর্থন জোরদার করে। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে আটটি দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা বলা হয়। ২০০২ সালে তখনকার মহাসচিব কফি আনান এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইউএনডিপি'র কর্মকর্তা হেলেন ক্লার্ক বলেন, "তার নেতৃত্বাধীনে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ আন্দোলন একটি শক্তিশালী বিশ্ব আন্দোলনে পরিণত হয় যা নাগরিকদের তাদের সরকারগুলোকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দায়বদ্ধ করার প্রচেষ্টায় সহায়তা করে।"

শীঘ্রই সলিল শেঠির উত্তরসুরির নাম ঘোষনা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বরে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ওপর বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। তিনি অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। জুন ১৯৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কার পায়।

** ** **